শূন্য থেকে AI দিয়ে অনলাইনে আয়

নতুনদের সম্পূর্ণ বাংলা গাইড

লেখক: মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন

এই বইটা কার জন্য?

আপনি যদি —

- অনলাইনে আয় করতে চান, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না,
- কম্পিউটার বা দামি সফটওয়্যার নেই, শুধু একটা স্মার্টফোন আছে,
- AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) শব্দটা শুনেছেন, কিন্তু এটা দিয়ে আসলে কাজ হয় কিনা জানেন না,
- কোর্স কেনার টাকা নেই, ফ্রিতে শিখে শুরু করতে চান —

তাহলে এই বইটা আপনার জন্যই লেখা।

এই বইয়ে যা পাবেন

1. AI দিয়ে আয়ের আসল চিত্র — কী সম্ভব, আর কী শুধুই বিজ্ঞাপনের কথা।
2. সম্পূর্ণ ফ্রি **AI** টুলের তালিকা — কোনটা দিয়ে কী কাজ হয়।
3. নতুনদের জন্য ৫টা বিক্রিযোগ্য সার্ভিস — যেগুলো শিখে সত্যিই ক্লায়েন্টের কাজ করা যায়।
4. প্রথম ক্লায়েন্ট পাওয়ার বাস্তব উপায় — ফেসবুক, পরিচিত ব্যবসা আর Fiverr।
5. দাম ঠিক করা আর পেমেন্ট নেওয়ার নিয়ম — bKash, Nagad আর Fiverr-এর হিসাব।
6. ৩০ দিনের ধাপে ধাপে অ্যাকশন প্ল্যান — প্রতিদিন কী করবেন, সপ্তাহ ধরে সাজানো।

একটা কথা শুরুতেই পরিষ্কার করে দিই: এই বই পড়লেই টাকা আসবে না। বইটা আপনাকে রাস্তা দেখাবে — হাঁটতে হবে আপনাকেই। যারা প্রতিদিন অল্প অল্প করে কাজ করে, তারাই টিকে থাকে। যারা "এক সপ্তাহে লাখ টাকা" খোঁজে, তারা সাধারণত স্ক্যামের শিকার হয়।

অধ্যায় ১: AI দিয়ে আয়ের আসল চিত্র

AI আসলে কী করে?

AI হলো একটা সহকারী। আপনি তাকে বলবেন কী করতে হবে, সে খসড়া বানিয়ে দেবে — লেখা, ছবি, ভিডিওর আইডিয়া, এমনকি ভয়েসও। কিন্তু চূড়ান্ত কাজটা আপনাকেই ঠিক করতে হয়। AI ভুলও করে, তাই যাচাই করা আপনার দায়িত্ব।

মনে রাখুন: মানুষ **AI-**কে টাকা দেয় না**,** মানুষ টাকা দেয় সমস্যার সমাধানের জন্য। একজন দোকানদারের ফেসবুক পেজে পোস্ট দরকার, একজন ইউটিউবারের থাম্বনেইল দরকার — এই চাহিদাই আসল। AI শুধু কাজটা দ্রুত আর সহজ করে দেয়।

কী সম্ভব?

- ফোন দিয়েই ভিডিও এডিট, থাম্বনেইল, পোস্টার বানানো সম্ভব — ফ্রি টুল দিয়েই।
- বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই কনটেন্ট বানানো যায়।
- দেশের ভেতরের ক্লায়েন্ট (দোকান, পেজ, কোচিং সেন্টার) এবং বাইরের ক্লায়েন্ট (Fiverr-এর মতো প্ল্যাটফর্মে) — দুটো পথই খোলা।
- ধীরে ধীরে একটা স্কিল শক্ত হলে আয় বাড়ে — এটা সময়ের খেলা।

কী সম্ভব নয় (সত্যি কথা)

- **"**কিছু না করেই আয়**"** — এমন কিছু নেই। যে বিজ্ঞাপনে এটা বলে, সেটা প্রায় নিশ্চিত স্ক্যাম।
- প্রথম সপ্তাহেই বড় আয় — প্রথম মাসটা সাধারণত শেখা আর নমুনা কাজ (পোর্টফোলিও) বানানোর মাস। আয় আসতে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস লাগতে পারে।
- **AI** একাই সব করে দেবে — AI খসড়া দেয়, কিন্তু স্বাদ, যাচাই আর ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলা মানুষের কাজ।
- কপি করে অন্যের কাজ বিক্রি — অন্যের ডিজাইন বা লেখা হুবহু কপি করলে প্ল্যাটফর্ম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে পারে, ক্লায়েন্টও হারাবেন।

তাহলে সফল হয় কারা?

যারা একটা স্কিল বেছে নিয়ে অন্তত ৩০ দিন ধরে থাকে, প্রতিদিন ছোট ছোট নমুনা কাজ বানায়, আর লজ্জা না পেয়ে মানুষের কাছে নিজের সার্ভিসের কথা বলে। দক্ষতা + ধৈর্য + মানুষের কাছে পৌঁছানো — এই তিনটাই আসল সূত্র।

অধ্যায় ২: ফ্রি AI টুলের তালিকা

নিচের টুলগুলোর ফ্রি সংস্করণ দিয়েই শুরু করা যায়। টাকা খরচ করার আগে ফ্রি দিয়ে হাত পাকান।

১. ChatGPT (লেখা ও আইডিয়ার জন্য)

- কাজ: ক্যাপশন লেখা, ভিডিওর স্ক্রিপ্ট, পোস্টের আইডিয়া, ইংরেজি ঠিক করা, ক্লায়েন্টকে মেসেজের খসড়া।
- কীভাবে ব্যবহার করবেন: পরিষ্কার করে বলুন — "একটা কাপড়ের দোকানের জন্য ৫টা ফেসবুক পোস্টের আইডিয়া দাও, বাংলায়।" যত পরিষ্কার নির্দেশ, তত ভালো উত্তর।
- সতর্কতা: তথ্য সবসময় ঠিক হয় না — নাম, তারিখ, দাম যাচাই করে নিন।

২. Canva (ডিজাইনের জন্য)

- কাজ: থাম্বনেইল, পোস্টার, ফেসবুক পোস্ট, লোগোর খসড়া। Canva-র AI ফিচার (Magic Studio) দিয়ে লেখা থেকে ছবির আইডিয়া ও ব্যাকগ্রাউন্ড বানানো যায়।
- কেন ভালো: হাজার হাজার রেডিমেড টেমপ্লেট আছে — নতুনদের জন্য সবচেয়ে সহজ শুরু।
- সতর্কতা: টেমপ্লেট হুবহু ব্যবহার না করে রং, লেখা, ছবি বদলে নিজের মতো করুন — না হলে সবার কাজ একরকম দেখাবে।

৩. CapCut (ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য)

- কাজ: Reels, Shorts, TikTok ভিডিও এডিট; অটো-ক্যাপশন (ভিডিওতে অটোমেটিক সাবটাইটেল), ব্যাকগ্রাউন্ড সরানো, AI ভিডিও ফিচার।
- কেন ভালো: ফোনেই চলে, ফ্রি, আর অটো-ক্যাপশন ফিচারটা সময় বাঁচায় অনেক।
- টিপস: প্রথমে ছোট ভিডিও (৩০–৬০ সেকেন্ড) দিয়ে অনুশীলন করুন।

৪. AI ছবি বানানোর টুল (Leonardo, Google Flow ধরনের)

- কাজ: লেখা দিয়ে ছবি বানানো — প্রোডাক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড, পোস্টারের ছবি, সোশ্যাল মিডিয়া ভিজ্যুয়াল।
- কেন ভালো: ক্যামেরা বা শুটিং ছাড়াই প্রোডাক্টকে আকর্ষণীয় সাজে দেখানো যায়।
- সতর্কতা: একই ধরনের ছবি বারবার বানিয়ে বিক্রি করবেন না — প্রতিটা কাজ ক্লায়েন্ট অনুযায়ী আলাদা করুন। স্টক সাইটে (যেমন Adobe Stock) কাছাকাছি একই রকম অনেক ছবি আপলোড করলে "স্প্যাম" হিসেবে বাতিল হতে পারে।

৫. TTS — লেখা থেকে ভয়েস (Text-to-Speech)

- কাজ: লেখা স্ক্রিপ্টকে অডিও ভয়েসে বদলে দেওয়া — ফেসলেস (মুখ না দেখানো) ভিডিওর জন্য।
- কেন ভালো: নিজে ভয়েস দিতে না চাইলে বা রেকর্ডিংয়ের পরিবেশ না থাকলে কাজ চলে।
- সতর্কতা: ভয়েসটা শুনে নিন — উচ্চারণ ভুল থাকলে ঠিক করে আবার বানান। ক্লায়েন্টকে আগেই জানান ভয়েসটা AI দিয়ে বানানো, লুকাবেন না।

৬. আরও কিছু কাজের ফ্রি টুল

- **Remove.bg** ধরনের টুল: ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড এক ক্লিকে সরানো।
- **Google Docs / Sheets:** লেখা সাজানো, হিসাব রাখা।
- **YouTube:** সবচেয়ে বড় ফ্রি স্কুল — যেকোনো স্কিলের টিউটোরিয়াল বাংলাতেও পাওয়া যায়।

মূল কথা: টুল অনেক, কিন্তু একসাথে সব শিখতে যাবেন না। অধ্যায় ৩ থেকে একটা সার্ভিস বেছে নিন, সেই সার্ভিসের ২–৩টা টুলেই মন দিন।

অধ্যায় ৩: ৫টা বিক্রিযোগ্য সার্ভিস

প্রতিটা সার্ভিসের জন্য দেওয়া হলো: কী কাজ, কী লাগবে, ফ্রিতে কোথায় শিখবেন। দাম নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায় ৫-এ।

সার্ভিস ১: **Reels / Shorts** ভিডিও এডিটিং

- কাজটা কী: ব্যবসা, কোচ, ইউটিউবারদের ছোট ভিডিও কেটে-সাজিয়ে দেওয়া — ক্যাপশন, হুক (প্রথম ৩ সেকেন্ডের আকর্ষণ), মিউজিক, জুম-ইন/আউট।
- কী লাগবে: CapCut (ফোনেই যথেষ্ট), ক্যাপশন দেওয়ার অভ্যাস।
- ফ্রিতে শিখবেন: YouTube-এ "CapCut Reels editing tutorial Bangla" লিখে সার্চ করুন; প্রতিদিন একটা করে জনপ্রিয় Reel দেখে সেটা নিজে নকল করে বানানোর অনুশীলন করুন (অনুশীলনের জন্য, বিক্রির জন্য নয়)।
- ক্রেতা কারা: ফেসবুক পেজ চালানো দোকান, রেস্টুরেন্ট, কোচিং সেন্টার, ছোট ইউটিউবার।

সার্ভিস ২: থাম্বনেইল ও পোস্টার ডিজাইন

- কাজটা কী: YouTube থাম্বনেইল (যেটা দেখে মানুষ ক্লিক করে), অফারের পোস্টার, ইভেন্টের ব্যানার।
- কী লাগবে: Canva; বড় ও পরিষ্কার লেখা, কম রং, একটা স্পষ্ট মুখ/প্রোডাক্ট — এই তিন নিয়ম।
- ফ্রিতে শিখবেন: YouTube-এ "thumbnail design Bangla tutorial"; ভালো থাম্বনেইল দেখে বিশ্লেষণ করুন — কেন এটায় ক্লিক করতে ইচ্ছা হয়?
- ক্রেতা কারা: ইউটিউবার, অনলাইন শপ, কোচিং সেন্টার।

সার্ভিস ৩: **AI** ছবি দিয়ে প্রোডাক্ট ফটো সাজানো

- কাজটা কী: বিক্রেতার সাধারণ ফোনে তোলা প্রোডাক্টের ছবিকে AI ব্যাকগ্রাউন্ড/সাজ দিয়ে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের ছবিতে বদলে দেওয়া।
- কী লাগবে: ব্যাকগ্রাউন্ড সরানোর টুল + AI ছবির টুল + Canva।
- ফ্রিতে শিখবেন: YouTube-এ "AI product photo tutorial"; নিজের বাসার যেকোনো প্রোডাক্ট দিয়ে ৫টা নমুনা বানান।
- সতর্কতা: প্রোডাক্টের আসল রং/আকার বদলে দেবেন না — ক্রেতা ঠকানো হয়, বিক্রেতার রিভিউ খারাপ হয়।
- ক্রেতা কারা: ফেসবুক শপ, দারাজ/অনলাইন বিক্রেতা।

সার্ভিস ৪: সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট প্যাক

- কাজটা কী: একটা ব্যবসার জন্য মাসের পোস্ট একসাথে বানিয়ে দেওয়া — যেমন ১২টা পোস্টের ডিজাইন + ক্যাপশন + হ্যাশট্যাগ।
- কী লাগবে: Canva + ChatGPT (ক্যাপশনের খসড়া)।
- ফ্রিতে শিখবেন: যেকোনো সফল ব্যবসায়িক পেজ পর্যবেক্ষণ করুন — তারা সপ্তাহে কী ধরনের পোস্ট দেয় (অফার, টিপস, রিভিউ, উৎসবের শুভেচ্ছা)।
- ক্রেতা কারা: যেসব দোকান/পেজ নিজে পোস্ট বানানোর সময় পায় না — এরাই সবচেয়ে বেশি।

সার্ভিস ৫: ভয়েসওভার ভিডিও (ফেসলেস ভিডিও)

- কাজটা কী: স্ক্রিপ্ট লিখে (বা ChatGPT দিয়ে খসড়া করে), TTS ভয়েস দিয়ে, ছবি/ক্লিপ সাজিয়ে তথ্যমূলক বা গল্পের ভিডিও বানানো।
- কী লাগবে: CapCut + TTS টুল + ফ্রি ছবি/আইডিয়া।
- ফ্রিতে শিখবেন: YouTube-এ "faceless video tutorial Bangla"; নিজের পেজে আগে ৫–১০টা ভিডিও বানিয়ে হাত পাকান।
- ক্রেতা কারা: নিজের পেজ বড় করতে চান এমন ক্লায়েন্ট, কিংবা নিজের পেজ দিয়েই শুরু (ভিউ বাড়লে পেজটাই সম্পদ)।

একটাই বেছে নিন। পাঁচটা একসাথে শিখতে গেলে কোনোটাই হবে না। একটা সার্ভিসে ৩০ দিন দিন।

অধ্যায় ৪: প্রথম ক্লায়েন্ট পাওয়ার উপায়

স্কিল শেখা অর্ধেক কাজ — বাকি অর্ধেক হলো মানুষের কাছে পৌঁছানো। প্রথম ক্লায়েন্ট পাওয়া সবচেয়ে কঠিন, তারপর ধীরে ধীরে সহজ হয়।

ধাপ ০: আগে নমুনা কাজ (পোর্টফোলিও)

ক্লায়েন্ট আগে দেখতে চায় আপনি কী বানাতে পারেন। তাই —

- বেছে নেওয়া সার্ভিসের ৫–১০টা নমুনা কাজ বানান (কাল্পনিক দোকান/পেজের জন্য হলেও চলবে, তবে সেটা নমুনা বলে জানিয়ে দিন)।
- নমুনাগুলো একটা ফেসবুক পেজে বা Google Drive ফোল্ডারে সাজিয়ে রাখুন, যাতে লিংক পাঠানো যায়।

পথ ১: পরিচিত ব্যবসা দিয়ে শুরু (সবচেয়ে বাস্তব)

আপনার এলাকার দোকান, সেলুন, রেস্টুরেন্ট, কোচিং সেন্টার — যাদের ফেসবুক পেজ আছে কিন্তু পোস্ট অনিয়মিত। তাদের কাছে গিয়ে/মেসেজ করে বলুন:

> "আসসালামু আলাইকুম, আমি আপনার পেজের জন্য একটা পোস্টের ডিজাইন ফ্রিতে বানিয়ে দিলাম (সাথে পাঠালাম)। ভালো লাগলে প্রতি সপ্তাহে এমন পোস্ট বানিয়ে দিতে পারি, ছোট একটা মাসিক প্যাকেজে।"

প্রথম কাজটা ছোট/ফ্রি নমুনা হিসেবে দেওয়া প্রথম ক্লায়েন্ট পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তবে বারবার ফ্রি কাজ করবেন না — নমুনা একবারই।

পথ ২: নিজের ফেসবুক পেজ

- নিজের সার্ভিসের নামে একটা পেজ খুলুন, নিয়মিত নিজের নমুনা কাজ পোস্ট করুন।
- প্রতিটা পোস্টে পরিষ্কার লিখুন: কী সার্ভিস দেন, কীভাবে যোগাযোগ করবে।
- আগের কাজের স্ক্রিনশট/আগে-পরের (before-after) ছবি দিলে আস্থা বাড়ে।

পথ ৩: ফেসবুক গ্রুপ

- ফ্রিল্যান্সিং ও অনলাইন বিজনেস-সংক্রান্ত বাংলা গ্রুপে যুক্ত হন।
- শুধু বিজ্ঞাপন না দিয়ে, মাঝে মাঝে কাজে লাগে এমন ছোট টিপস পোস্ট করুন — মানুষ আপনাকে চিনবে।
- গ্রুপের নিয়ম মেনে চলুন; স্প্যাম করলে ব্যান খাবেন।

পথ ৪: Fiverr (বিদেশি ক্লায়েন্ট)

- Fiverr-এ ফ্রিতে অ্যাকাউন্ট খুলে একটা "গিগ" (সার্ভিসের বিজ্ঞাপন) বানানো যায়।
- গিগের ছবি নিজের বানানো নমুনা কাজের হতে হবে; বর্ণনায় পরিষ্কার লিখুন কী দেবেন, কত দিনে দেবেন।
- কঠিন সতর্কতা: Fiverr-এর বাইরে (WhatsApp/ইমেইলে) ক্লায়েন্টকে নিয়ে যাওয়া Fiverr-এর নিয়ম ভঙ্গ — অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে পারে। সব কথা ও পেমেন্ট Fiverr-এর ভেতরেই রাখুন।
- ধৈর্য লাগবে: নতুন গিগে অর্ডার আসতে সপ্তাহ-মাস লাগতে পারে।

মেসেজের নিয়ম (সব পথেই)

- ছোট ও ভদ্র মেসেজ; একসাথে অনেক মেসেজ পাঠিয়ে বিরক্ত করবেন না।
- "স্যার আমাকে কাজ দিন" না বলে, নমুনা দেখান — কাজই কথা বলে।
- না বললে ধন্যবাদ দিয়ে সরে আসুন। সম্পর্ক নষ্ট করবেন না — পরে তিনিই ক্লায়েন্ট হতে পারেন।

অধ্যায় ৫: দাম ঠিক করা ও পেমেন্ট

দাম কীভাবে ঠিক করবেন?

নতুন অবস্থায় দামের একটা বাস্তব ধারণা (উদাহরণ হিসেবে — এলাকা, কাজের মান ও ক্লায়েন্টভেদে কম-বেশি হবে):

সার্ভিস	শুরুর দিকের উদাহরণ-দাম (প্রায়)
একটা Reel/Shorts এডিট	২০০–৫০০ টাকা
একটা থাম্বনেইল	১৫০–৪০০ টাকা
একটা পোস্টার/পোস্ট ডিজাইন	২০০–৫০০ টাকা
প্রোডাক্ট ছবি সাজানো (প্রতি ছবি)	১০০–৩০০ টাকা
মাসিক কনটেন্ট প্যাক (১২ পোস্ট)	২,০০০–৫,০০০ টাকা

এগুলো প্রতিশ্রুতি নয় — শুরুর ধারণা মাত্র। কাজের মান বাড়লে, রিভিউ জমলে দাম ধীরে ধীরে বাড়ান।

নিয়মগুলো:

- দাম আগেই পরিষ্কার করে লিখে দিন — কী পাবেন, কতবার সংশোধন (রিভিশন) ফ্রি, কত দিনে ডেলিভারি।
- বড় কাজে অগ্রিম নিন (যেমন অর্ধেক আগে, অর্ধেক ডেলিভারির সময়) — এতে দুই পক্ষই নিরাপদ।
- খুব সস্তায় সব কাজ নেবেন না — সময়ের মূল্য আছে; সস্তার ভিড়ে মান ধরে রাখা যায় না।

পেমেন্ট নেওয়ার উপায়

- দেশের ভেতরে: bKash / Nagad — সবচেয়ে সহজ। পেমেন্ট পাওয়ার পর কাজের ফাইনাল ফাইল পাঠান (আগে ওয়াটারমার্কসহ প্রিভিউ দেখাতে পারেন)।
- **Fiverr-এ:** পেমেন্ট Fiverr-এর ভেতর দিয়েই আসে। মনে রাখুন — **Fiverr** প্রতিটি অর্ডার থেকে ২০% কেটে নেয়। অর্থাৎ ১০০ টাকার কাজে আপনি পাবেন ৮০ টাকা — দাম ঠিক করার সময় এটা হিসাবে রাখুন। টাকা তোলার জন্য Fiverr-এর নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- হিসাব রাখুন: একটা খাতায় বা Google Sheet-এ লিখে রাখুন — কোন ক্লায়েন্ট, কী কাজ, কত টাকা, পেয়েছেন কিনা।

প্রতারণা থেকে বাঁচুন

- "আগে টাকা পাঠান, পরে কাজ দেব" ধরনের অচেনা প্রস্তাব থেকে দূরে থাকুন।

- কেউ আপনার bKash পিন বা OTP চাইলে কখনোই দেবেন না — কোনো বৈধ ক্লায়েন্ট বা কোম্পানি এটা চায় না। (বিস্তারিত শেষ অধ্যায়ে।)

অধ্যায় ৬: ৩০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান

প্রতিদিন ১–২ ঘণ্টা দিলেই এই প্ল্যান অনুসরণ করা যায়। দিন মিস হলে হাল ছাড়বেন না — পরের দিন থেকে আবার শুরু করুন।

সপ্তাহ ১ (দিন ১–৭): ভিত্তি

- দিন ১: এই বইটা পুরো পড়ুন। অধ্যায় ৩ থেকে একটা সার্ভিস বেছে নিন।
- দিন ২–৩: সেই সার্ভিসের মূল টুলটা (CapCut বা Canva) খুলে হাতেখড়ি — YouTube টিউটোরিয়াল দেখে পাশাপাশি অনুশীলন।
- দিন ৪–৫: টিউটোরিয়াল দেখে দুটো অনুশীলন কাজ বানান।
- দিন ৬–৭: নিজে থেকে (টিউটোরিয়াল ছাড়া) দুটো কাজ বানান। খারাপ হলেও সমস্যা নেই — এটাই অগ্রগতি।

সপ্তাহ ২ (দিন ৮–১৪): পোর্টফোলিও

- প্রতিদিন ১টা করে নমুনা কাজ বানান — মোট অন্তত ৭টা ভালো নমুনা জমা করুন।
- নিজের ফেসবুক পেজ খুলুন (বা পুরনোটা সাজান): প্রোফাইল ছবি, কভার, "কী সার্ভিস দিই" লেখা পরিচিতি।
- নমুনাগুলো পেজে পোস্ট করা শুরু করুন — প্রতিদিন ১টা।

সপ্তাহ ৩ (দিন ১৫–২১): মানুষের কাছে পৌঁছানো

- এলাকার/পরিচিত ৫টা ব্যবসা বাছুন, প্রতিটার জন্য একটা করে ফ্রি নমুনা বানিয়ে ভদ্র মেসেজ পাঠান (অধ্যায় ৪-এর নমুনা মেসেজ দেখুন)।
- ২–৩টা ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে টিপস-জাতীয় পোস্ট দিন।
- Fiverr অ্যাকাউন্ট খুলে গিগের খসড়া তৈরি করুন (তাড়াহুড়া করে প্রকাশ না করে বর্ণনা ভালো করে লিখুন)।
- যারা জবাব দেবে, ধৈর্য ধরে কথা বলুন; দাম আগেই পরিষ্কার করুন (অধ্যায় ৫)।

সপ্তাহ ৪ (দিন ২২–৩০): প্রথম কাজ ও ধারাবাহিকতা

- পাওয়া কাজগুলো সময়মতো ডেলিভারি দিন — প্রথম ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টিই পরের কাজের বিজ্ঞাপন।
- কাজ শেষে ভদ্রভাবে রিভিউ/মতামত চান — সেটা পেজে (অনুমতি নিয়ে) ব্যবহার করুন।
- Fiverr গিগ প্রকাশ করুন।
- মাস শেষে হিসাব মেলান: কতটা শিখলেন, কতটা কাজ হলো, কোথায় আটকালেন। পরের মাসের লক্ষ্য ঠিক করুন — যেমন নমুনা বাড়ানো, নতুন একটা ছোট স্কিল যোগ করা।

মনে রাখুন: ৩০ দিনে সবার আয় শুরু হয় না — কারো ১৫ দিনে হয়, কারো ৬০ দিনে। প্ল্যানের আসল উদ্দেশ্য আয়ের গ্যারান্টি নয়, উদ্দেশ্য হলো আপনাকে সক্রিয় ও ধারাবাহিক রাখা। যারা লেগে থাকে, তাদেরই সুযোগ আসে।

শেষ কথা: সাধারণ ভুল ও সতর্কতা

যেসব ভুল নতুনরা করে

7. একসাথে সব শেখা — পাঁচটা স্কিলে হাত দিয়ে কোনোটাতেই ভালো হয় না। একটা বেছে নিন।
8. শুধু শেখা, কাজ না দেখানো — টিউটোরিয়াল দেখাই যথেষ্ট নয়; নমুনা কাজ বানিয়ে মানুষকে দেখান।
9. প্রথম "না"-তেই হাল ছাড়া — দশজনকে বললে হয়তো একজন হ্যাঁ বলবে। এটাই স্বাভাবিক হিসাব।
10. অন্যের কাজ কপি করা — ডিজাইন/লেখা হুবহু নকল করলে অ্যাকাউন্ট ও সুনাম দুটোই যায়।
11. দাম না বলে কাজ শুরু করা — পরে টাকা নিয়ে ঝামেলা হয়। আগে লিখিতভাবে ঠিক করুন।

স্ক্যাম থেকে সাবধান (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

- পাসওয়ার্ড, **OTP, bKash/Nagad** পিন — কাউকে, কখনোই দেবেন না। ব্যাংক, bKash, ফেসবুক — কেউই ফোন/মেসেজে এগুলো চায় না। চাইলে সেটা প্রতারক।
- "আগে এত টাকা পাঠান, তারপর লাখ টাকার কাজ/কোর্স পাবেন" — প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্ক্যাম।
- অচেনা লিংকে লগইন করবেন না — ফেসবুক/ইমেইলের মতো দেখতে ভুয়া পেজে পাসওয়ার্ড দিলে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়। ঠিকানা (URL) মিলিয়ে দেখুন।
- "ঘরে বসে শুধু ক্লিক করেই আয়" জাতীয় অফার এড়িয়ে চলুন।
- সন্দেহ হলে পরিবারের/বিশ্বস্ত কারো সঙ্গে আগে আলোচনা করুন, তাড়াহুড়া করে টাকা পাঠাবেন না।

শেষের উৎসাহ

আপনার হাতে এখন একটা ফোন আছে, ফ্রি টুল আছে, আর এই গাইডটা আছে। এর বেশি দিয়ে অনেকে শুরু করেছে। প্রথম কাজটা নিখুঁত হতে হবে না — প্রথম কাজটা হতে হবে। আজ থেকেই দিন ১ শুরু করুন।

শুভকামনা রইল।

— মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন

এই বইয়ের তথ্য সাধারণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে লেখা। আয়ের কোনো নিশ্চয়তা এই বই দেয় না — ফলাফল নির্ভর করে আপনার চেষ্টা, সময় ও বাজারের চাহিদার ওপর। টুলগুলোর ফিচার ও নিয়ম সময়ে সময়ে বদলাতে পারে; সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মের বর্তমান নিয়ম দেখে নিন।